টেলিফোন : ৩৪-৫৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৪ই মাঘ বুধবার, ১৩৭৬ ইং 28th Jan. 1970 | ৩৪শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির [illegible] ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ঝুল, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

দীর্ঘকালীন দুরারোগ্য ও জটিল ব্যাধিগ্রস্তেরা হতাশ হইবেন না। বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করা হয়। সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ তপোময় চৌধুরী, এম-এ
রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথ
নীলরতন কলোনী, রঘুনাথগঞ্জ।

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

মুখে বলেন—বেহাই বেহাই
অল্পে কিন্তু দেননি রেহাই,
তাঁর মুখে মধু, অন্তরে বিষ
ব্যবহারে চাষামি।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই মাঘ বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ বিগত তেইশে জানুয়ারী ॥

বিগত তেইশে জানুয়ারী ভারতের সর্বত্র এবং পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচে মহাপ্রাণ দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চতুঃসপ্ততিতম জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ভূতের মুখে রামনাম নাকি উচ্চারিত হয় না; ভূতের সঙ্গে ঐ নামের একটা বিরোধী সম্পর্ক রহিয়াছে। বর্তমান কালে আমরাও সব ভূতে পরিণত হইতে চলিয়াছি। তাই ত্যাগ-দীপ্ত, চিরভাস্বর এই অমর জ্যোতিষ্কের নাম উচ্চারণের কতটুকু অধিকার আমাদের আছে তাহা ভাবিবার বিষয়। নেতাজী ছিলেন অনাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের পথিকৃৎ। আমরা নানা অনাচারের সহিত আপোষ করিতে তৎপর। নেতাজীর ছিল মহান্ ত্যাগের ব্রত; আমাদের মুখে ত্যাগের বুলি, অন্তরে চরম আসক্তির কচকচি। সুভাষচন্দ্রের অসামান্য সংগঠনশক্তি বহির্ভারতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতা সত্ত্বেও বিশলক্ষ ভারতীয়কে 'জয় হিন্দ' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এবং 'চলো—চলো দিল্লী' বাণী সহস্র রকমের কষ্টকে বরণ করিবার প্রেরণা দান করিয়াছিল। আমরা আজ 'ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার' মুখে বলিয়াও তাই সমর্থন করিয়া আপন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ নহি। তিনি চাহিয়াছিলেন সাম্রাজ্যবাদের পাকা বেদী চুরমার করিতে, আমরা তৎপর দেশকে ডুবাইয়া দিয়াও আপন গদি টিকাইয়া রাখিতে।

যে অজস্র দুঃখ-বেদনা লইয়া সুভাষচন্দ্রকে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে কাজ করিয়া চলিতে হইয়াছিল তাহা এক ইতিহাস। দেশ তাঁহার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ স্বাধীনতা-উত্তরকালে পাইল না। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য বৈকি। দাঁত থাকিতে আমরা ইহার মর্যাদা দিতে পারি নাই, চলিয়া গেলে আক্ষেপ করিতেছি।

আদর্শ ভারতসন্তান তিনি; দেখাইয়া দিয়াছেন মাতৃমন্ত্রের মুক্তিসাধক কাহাকে বলে। সাধারণ মানুষকে তিনি স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কোন লুকোচুরি, ছলচাতুরী ছিল না। তাই তাঁহার প্রতিটি উক্তি স্পষ্ট, সহজ অথচ মর্মভেদী। আজিকার দিনে রাজনীতির সুড়সুড়ি দিয়া কেল্লা ফতে করার যে বাসনা চারিদিকে, তাহাতে আপাত সিদ্ধি আসিতে পারে; কিন্তু তাহা কালজয়ী হয় না। নেতাজীর প্রত্যেকটি ক্রিয়াকর্ম কালজয়ী। তাঁহার জীবন একটি বেদস্বরূপ।

জাতির আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় প্রত্যেক বৎসর তেইশে জানুয়ারী। ইহার পর ৩৬৪ দিনই আমাদের সব শপথ ধূলিমলিন হইয়া পড়িয়া থাকে। উচ্চ মঞ্চে উঠিয়া মুষ্টিদ্বয় শূন্যে যতই আস্ফালিত হউক না কেন, তাহাতে নেতাজীর আদর্শের রূপায়ণ হয় না। ইহার জন্য চাই সেই অন্তর যাহা নির্ভীক; যাহার মধ্যে স্বার্থলেশ নাই।

নেতাজীর সাধের বাংলায় আজ নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। ক্ষমতাসীন দল দলীয় কোন্দলে দেশের পিণ্ড চটকাইতেছেন; আর আপন আপন নীতির জয়ঢক্কা নিনাদিত করিতেছেন। এখন সকলের মুখে এক কথা—ফ্রন্ট গেল বুঝি। হয়ত বা মিনিফ্রন্ট কিংবা রাষ্ট্রপতির শাসন কিংবা আর কিছু হইতে চলিয়াছে। কয়েকদিন আগে ছিল, যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং 'দুঃখিত' বলিতে হইবে। এখন আসিয়া পড়িয়াছে মুখ্য ও উপমুখ্য মন্ত্রীদ্বয়ের কার কতটুকু অধিকার—ইহার বচসা। ইহাই চলুক। ডামাডোলের বাজারে আর কী আশা করা যায়?

নেতাজী একবার বলিয়াছিলেন—'ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকগণ সাহসের সঙ্গে ভারতভূমিতে সংগ্রামরত। অপরিসীম দুঃখ এবং কষ্ট সত্ত্বেও তাঁরা ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।'

দেশ যেখানে নানা সমস্যায় জর্জরিত সেখানে আজ নেতৃস্থানীয়েরা নানা কোন্দলে সব সমস্যাকে এড়াইয়া চলিতেছেন। তাই মনে হয়, কী লাভ এই তেইশে জানুয়ারীর অনুষ্ঠানে? কি লাভ বীর বিপ্লবীর আদর্শের কথা বলার? ২৩শে জানুয়ারীর বাহ্যিক অস্তিত্বই শুধু আছে; ইহার আত্মিক আবেদন ও তাৎপর্য বহুপূর্বেই বিগত কিনা আজ সেইটুকু ভাবিবার দিন আসিয়াছে।

রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ রোড রেস এসোসিয়েসনের পরিচালনায় গত ২৫শে জানুয়ারী রবিবার সকালে রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ করা হইল। পারিতোষিক বিতরণ সভায় জঙ্গিপুর পৌরসভার পৌরপতি ডাক্তার গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

৫ মাইল প্রতিযোগিতায়—

১ম বিপদভঞ্জন ঘোষ, ২য় দেবব্রত সেন, ৩য় মুকুল ঘোষ, ৪র্থ রবীন্দ্রনাথ সরকার, ৫ম কার্ত্তিক-চন্দ্র মণ্ডল, বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয় অশোককুমার ঘোষালকে।

২ মাইল প্রতিযোগিতায়—

১ম বিপদভঞ্জন ঘোষ, ২য় দুঃখরাম মণ্ডল, ৩য় রবীন্দ্রনাথ সরকার, ৪র্থ সালাম সেখ, ৫ম বাবলু দাস।

১ মাইল প্রতিযোগিতায়—

১ম সুন্দরগোপাল ঘোষ, ২য় বাবলু সাহা, ৩য় মহিউল ইসলাম, ৪র্থ গৌরীপ্রসাদ সরকার, ৫ম স্বপন চৌধুরী।

নেতাজী সুভাষ কি যাদুকর ?

আজ থেকে ১৯ বছর আগে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় তখন কলিকাতায় থাকেন। সেই সময় ২৩শে জনুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে তিনি 'জঙ্গিপুর সংবাদে' প্রকাশ করেছিলেন **'নেতাজী সুভাষ কি যাদুকর ?'** আমরা সেই বিস্মৃত অতীতকে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

—সম্পাদক

নেতাজীর জন্মদিনে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা—

(১) যে সংবাদ পত্র—সুভাষ বাঁচিয়া নাই—এই সংবাদ পরিবেশন করিতে শতমুখী, তারও সুভাষ জন্মতিথি সংখ্যা বাহির হইয়াছে।

যে সংবাদ পত্র সুভাষ-নিন্দায় আনন্দ পাইত, আজ তার কলেবরে সুভাষ-প্রীতি মুদ্রিত হইতে দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। সুভাষের অনুগ্রহপুষ্ট সংবাদপত্র-পরিচালক অন্যকে ভজনা করিয়া তাহার পদলেহন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেও আজ সুভাষ-প্রশস্তি প্রকাশ করিয়াছে।

(২) যে সব পুলিশ কর্ম্মচারী "হলওয়েল মনুমেণ্ট" সত্যাগ্রহে বা অন্য কোন সৎ কর্ম্মে সুভাষকে প্রহার করিয়া অচেতন করিতে ইতস্ততঃ করে নাই, তাহারাই আজ "নেতাজী জিন্দাবাদ" কথাটী বেশ হজম করিতেছে।

(৩) কংগ্রেসের অহিংস দক্ষিণ-পন্থীদল, যাহারা নানা ফন্দী করিয়া সুভাষকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার দণ্ড প্রদান করিয়াছিল, তাহারাই আজ গদগদ ভাবে সুভাষ-ভক্ত সাজিয়া লরী বাহির করিয়া শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছে। ইহাতে অনেকেই তাহাদেরই যাদুকর বলিয়া প্রশংসা করিতেছে। লোকে বলিতেছে—এদের মধ্যে এখন নানা জনে নানা দলে বিভক্ত হইয়া আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে গদীতে বসিবার জন্য এই কেমিক্যাল সুভাষানুগত্য দেখাইতেছে। তবে বুভুক্ষু বাঙলা, উলঙ্গ বাঙলা এদের এই যাদুকরী বিদ্যার পরিচয় পাইয়াছে। ইহাই যা ভরসা। শোভাযাত্রার বালিকাদের মত আমরাও বলি—নেতাজী সুভাষ ফিরে এসো! ফিরে এসো!

সাধারণতন্ত্র দিবস

গত ২৬শে জানুয়ারী সোমবার জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরে এবং মহকুমার বিভিন্ন স্থানে সাধারণতন্ত্র দিবস যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত ভবনে মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহোদয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং পুলিশ-বাহিনীর ও হোমগার্ড বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। উক্ত সময়ে সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ ও জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। সরকারী ও বে সরকারী অফিস সমূহে, মহাবিদ্যালয়ে, সমস্ত বিদ্যালয়ে এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণের বাড়ীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়।

জেলা-শাসকের অফিস ঘেরাও

গত ২১শে জানুয়ারী বুধবার মুর্শিদাবাদ জেলা এস-এস-পির পরিচালনায় কয়েক হাজার স্ত্রী, পুরুষের এক বিরাট জনতা জেলা-শাসকের অফিস ঘেরাও করে। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত এই জনতার বিক্ষোভ মিছিল প্রথমে সারা শহর পরিক্রমা করে কালক্টরেট বিল্ডিংয়ের কাছে সমবেত হয়। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় ঢাল, লাঠি, টিয়ারগ্যাস, রাইফেল সজ্জিত পুলিশ বাহিনী ঐ স্থান ঘিরে রাখে। বিক্ষোভকারীরা জেলা-শাসকের অপসারণ দাবী করে। ইহা ছাড়া চালের দাম বৃদ্ধি, টেষ্ট রিলিফ বন্ধ, সি, পি, লোন বন্ধ প্রভৃতির প্রতিবাদ এবং বিনা বেতনে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা, বন্যার্ত্তদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য, গ্রামে, গ্রামে সেচ ব্যবস্থা চালু করা প্রভৃতির দাবীতে এই বিক্ষোভ মিছিল ও ঘেরাও।

ফরাক্কায় ব্যারেজ কর্ম্মচারীদের বিক্ষোভ

গত ১৫ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজারের দপ্তরের সামনে বাঁধের কয়েক হাজার কর্ম্মচারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারীরা এই প্রকল্পে নাশকতামূলক কাজের জন্য কর্ম্মচারীরা দায়ী বলে সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী যে অভিযোগ করেছেন তা প্রমাণ করার জন্য ম্যানেজারের কাছে দাবী জানান। ১৯৬৩ সাল থেকে ব্যারেজের, কাঁচা মাল চুরি ও অবৈধ ঘটনাসমূহের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানান হয়। জেনারেল ম্যানেজার অবিলম্বে সেচমন্ত্রীকে তাঁর বক্তব্যের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ফরাক্কা বাঁধ কর্ম্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটি এই বিক্ষোভ পরিচালনা করেন।

General NOTICE For Verification.

In the matter of Bengal Co-operative Societies Act, 1940. And

In the matter of

Mirzapur Resham Byan Silpa Samabaya Samity Ltd.

Notice is hereby given that the statutory audit of the above named Society for the year ended 30th June, 1969 is being conducted by us. We, therefore, request Creditors, Debtors, Shareholders, Members and Depositors of the said Society to verify their individual Credit and/or Debit Balance and Share Balance, as the case may be, in the Society's Office at Vill. Mirzapur, P. O. Gankar, Dist. Murshidabad on 10. 2. 70. During Office hours from 11 A. M. to 5 P. M. If no objection is received from the end of the Creditors, Debtors, Members, Shareholders and Depositors of the said Society within the date scheduled, the accounts prepared by the Society will be taken as correct.

S. K. DAS & CO.
Chartered Accountants.
2, Mission Row, Cal—1

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—*শ্রীননীগোপাল সেন*, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়
আর্ট ইউনিয়ন
সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:
সেলস অফিস ও শোরুম
৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর পি. ওয়াচ কোং
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।
ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য
আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে
পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের
পামারি
চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।
বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০·০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২·০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮·০০ আঠার টাকা। তিন টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।
ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।
শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)